

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
রাব্বি যিদনি ইলমান
রাব্বিশ রাহলি সাদরি

বাংলাদেশ থেকে সকল সন্ত্রাস মুক্ত
বিশ্বশান্তির বিশ্বায়ন আন্দোলন
মিল্লাতে ইব্রাহীমের সর্বাঙ্গিক
জিহাদের ঘোষণা পত্র

তারিখঃ ২৫ শে শাবান, ১৪২৪ হিজরি,
মোতাবেক ৭ই কার্তিক ১৪২০ বাংলা
২২ অক্টোবর, ২০০৩ খৃষ্টাব্দ

ঘোষকঃ
ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব
“ভাঙ্গাকিল্লা”
২৪৮/২ দ্বিতীয় কলোনী, মাজার রোড,
মিরপুর, ঢাকা, ১২১২
বাংলাদেশ।

الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله

আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙ্গাকিল্লায় উড়ে নিশান।।

*** *** ***

ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
বাঁধা যে রে তোর পাক কোর'আন

*** *** ***

শুকনো রণটির সম্বল করে
যে ঈমান আর প্রাণের জোরে
ফিরেছে জগৎ মন্থর করে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহ্ আকবার রবে পুনঃ
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান।।

আমি কেন ডাকছি?

আমি মহা বিশ্বের মহাপ্রাণ। সে আত্মা, যা আদম সৃষ্টির পর সৃষ্ট। সকল আত্মার অভিষেকে আমি ছিলাম। তাতে শপথ বাক্য পাঠ করে আমি ক্ষনিকের পৃথিবীতে এসেছি। এখানে প্রায় আমার কাছে কাজ শেষ। ফেরৎ যাত্রার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। অনন্তের পথে আবার যাত্রা শুরু হবে। তাই অন্তিম বেলায় পরিপক্ক ডাক দিচ্ছি। তোরা জাগ! তোদের ভাল হবে। না হয় সর্বনাশ!

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে মাটির দেহে আমার আত্মার সংযোজন। বুঝ হওয়ার পর অনূন্য অর্ধ শতাব্দী আমার স্মরণ খাতায় লিপিবদ্ধ। ঘটনা পঞ্জির সুক্ষ বিচার আমার জবান বন্দি। স্রষ্টা রাব্বুল আ'লামিনের বিচার আদালতে দাঁড়িয়ে আমি এ ইশতিহার লিখছি। সৃষ্টির কোন পরওয়া নেই আমার।

অসংখ্য নক্ষত্রের ছোট মাঝারি এক নক্ষত্র সূর্য। তার চৌদ্দ লক্ষ ভাগেরও ছোট পৃথিবী। তার চার ভাগের একভাগ স্থল। তিন ভাগ অথৈই পানি। স্থল ভাগের শতকরা ষোল ভাগে মানুষের বসবাস। তার মধ্যে বাংলাদেশ এত ক্ষুদ্র দেশ যে, তা প্রাউ দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। যে দেশটি রাষ্ট্রীয় দুর্বৃত্তায়নে হ্যাট্রিক দুর্নীতি পরায়ন দেশ। নারী পুরুষের স্বেচ্ছাচারে দু' সংসার ভাঙ্গা নারীর কোন্দলের নরক। তারা দু' জন সন্তাস, সন্তাসবাদ ও সন্তাসীদের “গডসমাদার”। এদের উভয়ের পুরুষ বন্ধু, সমর্থক বা সতীর্থরা ওদের দলের সন্তাসী, শোষক ও ঘাতকদের “গডফাদার”। মাদার-ফাদারের দম্পতি যেন! পৃথিবীতে এযাবৎ এমন কোন প্রাণীর সন্ধান মিলেনি যে দাবী করেছে যে সে বিশ্বের সৃষ্টা।

স্রষ্টাকে না মানলেও স্রষ্টা আছেন বলে স্বীকার করতে হয় সবাইকে।

সকল সত্তা দিয়ে তাকে যারা জানে, মানে, জ্ঞানে, ধ্যানে আমি অবশ্য তাদের অন্যতম। নবী রসুল গন আমার দাসত্বের আদর্শ। তাদের নিচে কেউ আমার আদর্শ নয়।

আমি বাবা আদমের সন্তান। আমি ঘোষণা করছি যে, তিনি আল্লাহর সৃষ্ট প্রথম ব্যক্তি। তাঁর প্রয়োজন মেটাতে আল্লাহ মা হাওয়াকে সৃজন করেছেন। বাবা আদম “লেড”। মা হাওয়া “লেডি”। আদম দম্পতীতে “লেড ফাস্ট” এবং “লেডিজ” লাস্ট না হলেও নিশ্চিতভাবে সেকেন্ড। আল্লাহ মানুষকে তার গুনাবলি দিয়ে সাজিয়েছেন, তার তরফে সৃষ্টির দেখশুনা করার জন্য।

মানুষের একমাত্র কাজ আল্লাহর আজ্ঞাবহন, দাসত্ব, ধরায় মানুষ অতিথি। অন্যান্য প্রাণী ধরায় মানব প্রজন্মের প্রয়োজনে সৃষ্ট। তাদের ধরার মাটিতে সৃষ্টি এবং ধরার মাটিতেই তাদের শেষ। মানুষ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতিত ও পুনঃ স্বর্গে তার প্রত্যাবর্তন বিধিত। “ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন” এর স্মরণ ও চর্চা মানুষের পার্থিব জীবনের অমোঘ সত্য।

মানব প্রয়োজনে আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণী জগৎ প্রজনন ধর্মে বংশ বিস্তার করে। তার বাইরে প্রাণী জগৎ সাধারণত যৌনাচার করেনা। আল্লাহ মানুষের মত পশু পাখিদের লজ্জা শরম দেন নি। তাই বংশ বৃদ্ধি ও প্রজনন তাগিদে দেখা যায় যে, পশুর নরের পূর্বে পশু নারী অগ্রনী ভূমিকা পালন করে পশু নরের আগে চলে। কুকুর, শুকর, বানর, বিড়াল, গরু ছাগল ও হাঁসমুরগি ইত্যাদি প্রাণী, গৃহপালিত কি বুনো, বিশেষ সময়ে মিলিত হয়। কুকুরি, শুকরি ও বানর, বিড়াল যখনই ওদের নরের সামনে সামনে “লেডিস ফাস্ট” হয়, তখনই ওদের “লেড”রা পেছনে ধাবিত হয়ে চাটাচাটি করে ওদের পাশবিকতা চরিতার্থ করে। প্রজনন ক্রিয়া পূর্ণ হলে “লেড লেডির” এ তামাসা থাকেনা।

কিন্তু মানব সৃষ্টিকালে ঘোষিত শত্রু ইবলিশ শয়তান তার পতনের প্রতিশোধ নিতে বাবা আদমের জীবনের শান্তি ও তৃপ্তির উৎসকে ঘর ছাড়া করতে মা হাওয়ার পিছু নেয়। বনি আদমের পার্থিব জীবনে মানব পাশব পার্থক্যের মাপকাঠি মা হাওয়ার বেটিদের মান, সম্মান, আক্র, যার রক্ষার, দুর্গ হলো পারিবারিক জীবন এবং পারিবারিক জীবন রক্ষা হয় অন্দের মহলে। নারী তার সূচক।

মানবজাতির বাহির তৃণময় এবং অন্দের তৃণ নারী। মানব জীবনের বাহির নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থনৈতিক লেনদেনের হারাম হালাল দ্বারা। হালাল আয় পুরুষের বীজ বীর্ষকে হালাল করে। নারীর হিজাব বা পর্দা তার নারীর জঠরকে হালাল রাখে। পুরুষের জিবিকা হারাম ও অবৈধ হওয়ার উৎসমূল সুদী অর্থ ব্যবস্থা। এ থেকেই মানব সমাজে দাস প্রথা, বেশ্যাবৃত্তি, দরিদ্রতা ও শোষণ সন্তাস জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইয়াহুদিরা এ সুদী অর্থব্যবস্থা চালু করে, বর্তমান বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ সব ইয়াহুদি নিয়ন্ত্রিত। ইসরাইল রাষ্ট্র সে ইয়াহুদিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে উথিত আরব-ইয়াহুদি যে সন্তাস বিশ্বকে নরকে রূপান্তরিত করেছে, তার মূলেও সুদী আধিপত্যবাদের লড়াই। আরব সুদ খোররা তাদের তিন হাজার বিলিয়ন ডলার ইউরোপ আমেরিকায় পানশালা, জুয়ার আড্ডা, নাইট ক্লাব, নিউড ক্লাব ও নীল ছবি সহ সরাসরি শুকর, কুকুরের চেয়েও বিকৃত পাশবতার সম্প্রচারে আরবরা ইয়াহুদিদের অর্থের যোগানদাতা। আল্লাহ তাই এ দু'জাতিকে মধ্যপ্রাচ্যে পরস্পর নির্মূলের যুদ্ধে ক্ষিপ্ত করেছেন।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র দ্বীন বা ধর্ম। ইয়াহুদি ও আরবরা মানবসাম্যের ধর্মকে ইয়াহুদিবাদ, খৃষ্টবাদ ও সুন্নিবাদ শিয়াবাদে বিভক্ত করে সারা বিশ্বে সন্তাসের আগুন জ্বেলেছে। হজরত ইবরাহিম আঃ এর ধর্ম ও মতবাদের দাবীদার এরা তিন সম্প্রদায়। ইবরাহিম আঃ এর ধর্ম ইসলাম। তিনি একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। বর্তমান ইয়াহুদি, খৃষ্টান ও আরবরা কেউ ইসলামে নেই। হজরত ইবরাহিমের চূড়ান্ত আদর্শের অনুসারী ছিলেন মানবজাতির পূর্ণ নবী হযরত মুহাম্মাদ সঃ।

হযরত মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহর আদেশে নারী পুরুষের দেহ ভাড়া, বাসস্থান ভাড়া, অর্থ(সুদিকারবার) ভাড়া ও চাষাবাদের জমি ভাড়া চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছেন। একমাত্র ধর্মীয় বিবাহের কড়াকড়ি নিয়মে নারী পুরুষের পরস্পর বৈধ মিলন লিপিবদ্ধ করেছেন। উভয়ের সমকামীতাকে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ আল্লাহর বিধান। বাড়ি বাসস্থান নির্মাণ সুধু বাসের জন্য। ভাড়া দেওয়ার জন্য নয়। মানুষ মাত্রই নিজবাড়িতে “মেজবান” এবং অন্যের বাড়িতে “মেহমান” হবে। Host and Guest মানব সভ্যতার জন্য আল্লাহর বিধান। অতিথিপরায়ণতা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার দেশ ভ্রমণ ও পর্যটন ব্যবস্থা। Hotel and Brothel বা আবাসিক হোটেল ও বেশ্যালয় প্রথা ইমানদারের মানব সভ্যতায় অকল্পনীয়। বর্তমান নগর সভ্যতায় ভাড়াটে নারী, ভাড়াটে বাড়ি ও ভাড়াটে আবাসিক হোটলে শহর বাসীর প্রকৃত রূপ। বিশ্বের মালিক স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ। মানুষ বাস ও আবাদের পরস্পরায় হস্তান্তরযোগ্য বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হয়। **وَاللّٰهُ جَعَلَكَ مُسْتَخْلِفِينَ فِي الْاَرْضِ**

যে জমি আবাদ করবে, সে আবাদের জন্য বন্দোবস্ত পাবে। অনুপস্থিত মালিক হবে পতিত রাখা বা ভাড়া দিয়ে জোতদার বা জমিদার হতে পারবে না। যেমন নারী পুরুষ বৈবাহিক বন্ধনে পরস্পরের দেহে চাষাবাদ করতে পারে। দেহ ভাড়া নিষিদ্ধ। **نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ اُنْبِتُكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا**

বেবিলোনিয়ার নমরুদ রাজা দেহভাড়া, বাড়িভাড়া ও মাটিভাড়ার স্বৈর সাম্রাজ্যের পতন করেছিলো। বর্তমান সাদ্দাম সে নমরুদের নব্য সংস্করণ। সাদ্দামের মূর্তির অনুরূপ সে কাফের নমরুদ ও তার বংশধরের মূর্তি বানানো ও তার পদমুখে পুজোর অর্থ দেওয়া হতো। হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ তদানিন্তন বেবিলোনিয়ার শোষকদের মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে নির্বাসিত হয়ে মানব সমঅধিকারের মক্কা ও কা’বা নগরীর পত্তন করেন।

মক্কা মানব বসতির নগর সভ্যতার সে স্বর্গীয় আদর্শ সে নগরের বাড়ি ভাড়া ক্রিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ। অতিথি ছাড়া মানব সভ্যতার আদর্শ পিতা ইব্রাহীম সঃ খাদ্য গ্রহণ করতেন না। মেজবান মেহমান বা Guest Host এ প্রথা আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের বিধান।

নিষিদ্ধ শাস্তি ও নিরাপত্তার নগর সভ্যতা দিয়েই আল্লাহ নমরুদী পাপাচারের বেবিলোনিয়ার উপর গযব নাযিল করে তাকে নির্মূল করেন। যোহ্বা বেশ্যার উপাখ্যানই বর্তমান বিশ্বের Hotel Brothel নগর জীবনের পানশালা, বেশ্যালয়, জুয়ার আড্ডা, সুদীপ্রথা ও সেক্স স্নেইভ ও ট্যাক্স স্নেইভ বা দাস দাসী প্রথার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী। এর নাচগানের শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়েই স্বামী-স্ত্রীর ঘর ভাঙ্গার প্রচলন করা হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই সে ঘর ও পারবারিক জীবন ভাঙ্গার বিশ্ব বিদ্যালয়। আলকোরআনে সে শিক্ষাব্যবস্থাকেই বলেছে, **فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ** তাদের সে শিক্ষাই দেওয়া হতো যাতে স্বামী স্ত্রীর সংসার ভাঙ্গা হতো। (বাক্বারাহ-১০২)

বাবা ইব্রাহীম মক্কার মসজিদুল হারামের জেরুজালেম নগরীর পত্তন করে সেখানেও কা’বার অনুরূপ “মাসজিদুল্ আক্সার পত্তন করেন। এ দুই নগরীতেই আরব ও ইয়াহুদীরা বাড়িভাড়ার Hotel ও Brothel পাপাচারের নমরুদী নগরায়ন করে বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ ও পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংক এ যুগলের সন্তান। আরবরা ২২৩০ বিলিয়ন ডলার ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ব্যাংকে জমা রেখে তার সুদ খাচ্ছে। আরবদের তেল ও ইয়াহুদীদের প্রযুক্তির স্বার্থ সংঘাত আজ বিশ্বে পুনঃ নমরুদের আগুন জ্বলছে।

এ আগুন নিভাতে ইব্রাহীমী ঈমানের কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান বিশ্ব সংকটের হোতা, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডান, এক বাক্যে বাবা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর উত্তরাধিকারের দাবিদার।

আরবী ও ইয়াহুদী গোত্রবাদের স্বার্থসংঘাতের সন্ত্রাসবাদমুক্ত বাংলাদেশ থেকে “মিল্লাতে ইব্রাহীম” বা ইব্রাহীমী আদর্শের বিশ্বায়নের আযান মীরপুরস্থ “ভাঙ্গা কিল্লা” থেকে উথিত হয়েছে। এ পুস্তিকা তারই ঘোষণা পত্র, বিশ্বশান্তির জিহাদের ইশ্তিহার।

الله اكبر

الله اكبر

لا اله الا الله

আল্লাহ্ই মহান, আল্লাহ্ই মহান

তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

ربنا تقبل منا

ইয়া আল্লাহ, আপনিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক, কবুল করুন।